Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
UGC Enlisted Serial No. 48666
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 150-157
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ' : স্বপ্নদর্শন ও নারীর চোখে 'সীতায়ন'

সুজয় অধিকারী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান,পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Chandrabati, daughter of Manasamangal poet Dwija Bangsidas, is the first female poet of Bengali literature. Courtesy of Chandrakumar Dey got her first acquaintance from Ramayana in reader society. The publication of the poem in the book was published in 1923-1932 with the help of Dinesh chandra sen, in the second part of the episode of the Purbangageetika part four. The Ramayana is composed of nineteen chapters in three part. In the story of Sita, the Ramayana has started with the drescription of lanka.

Chandravati's Ramayana is full of fame for a variety of reasons. Because in her Rmayana the character of sita has become much brighter than Ram. How the women are neglected and humiliated by the patriarchy, how they are thrown into the sea of sadness, the story has emerged from the story of women in Chandravati's Ramayana. There are many dreams of this Ramayana which is an aspect of the discussed article. Dreams are of subconscious mind in modern eyes, but dreams of this Ramayana have helped play a helpful role in the story progression. The poets have presented the mind of a woman's opponenet through dreams. In the description of Sita Bermasi, poet used to use dreams in verious motifs. A significant aspect of this Ramayana is seen in the future through dreams.

Together with his sad life, Chandrabati created the chatracter of sita. That is why Ramkatha has been spoken in sita from the first and the last of the poems. Thus, through the various dreams seen in sita, the poem has become the epitome of the successful epic and the successful female epic of 'sitayan'.

Key words: Indivisual feminine, A few dreams, unique story, Protesting thoughts, Women epic.

মূল বাংলা প্রবন্ধ: সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম বাঙালি মহিলা কবি চন্দ্রাবতী রচিত সংক্ষিপ্ত রামায়ণ একটি জনপ্রিয় রামায়ণ কাব্য। তিনি মনসামঙ্গল কাব্যের কবি বংশীদাস চক্রবর্তী তথা দ্বিজ বংশীদাসের বিদুষী কন্যা। সাহিত্যিক, গবেষক ও লোকসাহিত্য সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে (১৮৮১-১৯৪৫) মহাশয় প্রথম 'সৌরভ' পত্রিকার মাধ্যমে 'মহিলা কবি চন্দ্রাবতী শীর্ষক' প্রবন্ধে চন্দ্রাবতীর কাব্য সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রবন্ধটি পাঠ করে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভুক্ত সংগ্রাহক পদে নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে চন্দ্রকুমার

দে-র সংগ্রহীত কাব্য নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৩-১৯৩২ এই কালপর্বে চারখণ্ডে প্রকাশ করেন 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'। যার চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয়ভাগে (১৯৩২) 'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ' কাব্যটি গ্রন্থিত হয়।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-র অপর সম্পাদক ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক এই গীতিকার সপ্তম খণ্ডে, পুনর্বার সম্পাদনা করে ছাপার অক্ষরে চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ'-কে স্থান দেন। দীনেশচন্দ্র সেন ও ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত এই দুই সংগ্রহে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কাব্যটি ৩টি পরিচ্ছেদে ১৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্রসংখ্যা ৭৮৯টি। অন্যদিকে ক্ষিতীশচন্দ্রের সম্পাদিত এ কাব্যে রয়েছে ৩ পরিচ্ছেদে ১৯টি অধ্যায়। কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্রসংখ্যা ধুয়াসহ ১৩৬৯টি। সেইসঙ্গে ৩য় পরিচ্ছেদের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম – এই ছয়টি অধ্যায় ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক নতুন করে সংযোজন করেছেন, যা দীনেশচন্দ্রের সংকলনে নেই।[১] আলোচিত সন্দর্ভে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য হিমেল বরকত সম্পাদিত 'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ' গ্রন্থটি গ্রহণ করা হয়েছে। যাতে তিনি দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত চন্দ্রাবতীর রামায়ণ গ্রন্থটি এবং ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত গ্রন্থে থাকা ৩য় পরিচ্ছেদের নতুন ছয়টি অধ্যায় অংশগুলির সংযোজন করেছেন। মূলত উক্ত গ্রন্থটি অবলম্বন করেই পরবর্তী আলোচনায় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, কিভাবে কবি চন্দ্রাবতী তাঁর কাব্যে কাহিনির মধ্যে এক নারীর প্রতিবাদী নারীস্বর নির্মাণ করেছেন পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে। কতগুলি স্বপ্ন কাহিনির অগ্রগতিতে যেমন গুরুত্বপূর্ণভাবে সংযোজিত হয়েছে সেইসঙ্গে প্রতিবাদী বাচনশৈলীর নির্মাণে কাব্যটি হয়ে উঠেছে চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ' তথা চন্দ্রাবতীর 'সীতায়ন'।

তিনটি খণ্ডে মোট উনিশটি অধ্যায়ে রচিত 'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ' কাহিনি শুরু হয়েছে লঙ্কার বর্ণনা দিয়ে। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতো প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠেনি। বরং তাঁর রামায়ণে রাম চরিত্রের বদলে সীতা চরিত্র হয়ে উঠেছে অনেক বেশি উজ্জ্বল। কাব্যটি তাই রামায়ণ না হয়ে, হয়ে উঠেছে নারীর দুঃখের কাহিনি 'সীতায়ন'। যেজন্য রামের জন্মের কথা প্রথমে না বলে, সীতার জন্মকাহিনি দিয়ে শুরু করে, তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিকে স্থান দিয়ে; তার মানসিকতাকে সুনিপুণ ভাবে ব্যাখ্যা করে, তারই পাতাল প্রবেশ দিয়ে এ রামায়ণের কাহিনির ছেদ টেনেছেন কবি। পুরুষতান্ত্রিক প্রাধান্যের কাছে নারীরা কিভাবে উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত হয়, কীভাবে তাঁকে দুঃখের সাগরে নিক্ষেপ করা হয় - সেই ঘটনা তথা কাহিনি উঠে এসেছে চন্দ্রাবতীর রামায়ণে 'নারীর চোখে নারীর বয়ানে।'

চন্দ্রাবতীর রামায়ণে সীতার জন্মকাহিনি অংশে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নের উল্লেখ আছে। যা কাহিনি নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা অবলম্বন করতে পেরেছে। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মনে করেন যে যবদ্বীপের রামায়ণের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর রামায়ণের সাদৃশ্য আছে। চন্দ্রাবতীর রামায়ণে সীতার জন্মকাহিনি অংশটি অদ্ভুত রামায়ণ থেকে গৃহীত হয়েছে। 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এ মন্দোদরী রাবণের চরিত্রের স্খলন দেখে মুনিদের রক্ত পান করেন এবং গর্ভবতী হয়ে পড়েন। চন্দ্রাবতীর রামায়ণেও সেই কাহিনি ধরা পড়েছে তবে একটু ভিন্ন আদলে। যা পরবর্তী আলোচনায় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সে কারণে বলাযায় "চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনা করেছিলেন, সে রামায়ণ বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের প্রাতিষ্ঠানিক রামায়ণের মতো হয়নি। তিনি বরং জৈনদের রামায়ণ কিংবা অদ্ভুত রামায়ণের কাছে প্রেরণা পেয়েছেন। অথবা এমনও হতে পারে আসামের কবি দুর্গাবরের 'গীতি রামায়ণ' চন্দ্রাবতীর সামনে ছিল।"[২]

এই রামায়ণের সীতার জন্মকাহিনির ভিতর দিয়ে 'ডিম্ব লইয়া সতা জনক - মহিষীর নিকট গমন' অংশে স্বপ্নের প্রসঙ্গটি কবি ব্যবহার করেছেন। যা নারী মনস্তত্ত্বের ভাবনায় কাহিনির মধ্যে নতুনত্ব সৃষ্টি করতে পেরেছে। চন্দ্রাবতীর রামায়ণের কাহিনিতে আছে যে, লঙ্কেশ্বর রাবণ অমিত পেশিশক্তির অধিকারী, ভোগী ও দাম্ভিক। বিপুল বিত্ত বৈভবের অধিকারী হয়েও স্বর্ণক্ষুধা তার মেটে না। পাত্র মিত্রদের সাথে যুক্তি করে স্বর্গ জয় করতে গমন করেছেন। সেখানে দেবতাদের পরাজিত করে ইন্দ্র ও যমকে বেঁধে নিয়ে আসেন এবং পাতাল ও মর্ত্যেও সমানভাবে অভিযান চালান। এরপর ব্যাভিচারী রাবণ দেবকন্যাদেরও রেহাই দেন না, তাদের রথে করে তুলে নিয়ে আসেন প্রমোদভবনে।

সবশেষে রাবণ ঈশ্বরব্রতী মুনিদের কাছে নিজের প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ে তাদের কাছে কর চেয়ে বসেন। কিন্তু মুনিরা অর্থ কোথায় পাবেন। তাই তারা কুশাগ্রে নিজেদের বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্ত দান করেন। সেই রক্ত কৌটোয় করে নিয়ে এসে তা বিষ বলে রাণী মন্দোদরীর হাতে সমর্পণ করেন। এরপর রাবণ প্রমোদভবনে দেবকন্যাদের কাছে নিজের ভোগ লালসা চরিতার্থতা করার জন্য গেলে, রাণী মন্দোদরী মনের ক্ষোভে বিষজ্ঞানে কৌটায় রক্ষিত রক্তপান করে নেন। ফলশ্রুতিতে তিনি গর্ভবতী হন এবং একটি ডিম্ব প্রসব করেন। গণক জানায় যে এই ডিম্বই হবে স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংসের কারণ। রাবণ এই ভবিষৎবাণী শুনে ডিম্বটিকে নষ্ট করতে চাইলে মন্দোদরী অনুরোধ করেন যে, সেটিকে নষ্ট না করে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিতে। সেইমতো রাবণ সোনার কৌটার মধ্যে ডিম্বটি ভরে সাগরের জলে ভাসিয়ে দেন। কৌটোটি ভাসতে ভাসতে মিথিলার রাজঘাটের কাছে এলে মাধব নামে এক জেলে তার জালে কৌটোটি পান। তিনি সেটি এনে দেন স্ত্রী সতার হাতে। সতা ভক্তিভরে লক্ষ্মীজ্ঞানে কৌটোটির পূজা করতে থাকেন। এরফলে দরিদ্র জেলে- দম্পতির আর কোনো অভাব-অনটন থাকে না, তারা ধনে সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কাহিনির এই অংশেই কবি স্বপ্নদর্শনের প্রসঙ্গটি ব্যাবহার করেছেন। যা কাহিনির গঠনে সমানভাবে অর্থবহ হয়ে উঠতে পেরেছে। যেমন কাহিনিতে পাওয়া যায় একদিন রাত্রে জেলেনি সতা স্বপ্ন দেখেছে যে, কৌটোর মধ্যে থাকা ডিম্বটি ভেদ করে এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা বেরিয়ে এসে সতার গলা জড়িয়ে ধরে আবদার করেছে তাকে মিথিলার রাজবাড়িতে রেখে আসার জন্য, --

"একদিন রাত্রে গো সতা দেখিল স্বপন।
সে বড় আশ্চর্য কথা গো শুন সখীগণ।।
আড়াই প্রহর রাত্রি গো সতা শুইয়া নিদ্রা যায়।
চান্দের আলোকে গো তার যুরে আঙ্গিনায়।।
কৌটা হইতে গো এক কন্যা বাহির হইয়া।
মা মা বলি ধরে গো সতার গলা জড়াইয়া।।
আশ্চর্য্য রূপসী কন্যা গো যেন পুষ্পডালা।
উজলা করিল গো গৃহ সাক্ষাৎ কমলা।।
ধরিয়া সতার গলা গো কহে ধীরে ধীরে।
আমারে লইইয়া যাও গো জনক রাজার ঘরে।।
বাপ মোর জনক রাজা গো রাণী মোর মাও।
কালি প্রাতে মোরে লইয়া গো রাণির কাছে যাও।।
.....
ভোর না হইতে গো সতা সকালে উঠিয়া।
সুবর্ণ কটরা লইল গো অঞ্চলে বান্ধিয়া।।
গত নিশির স্বপ্নের কথা গো রাণীরে কহিল।
অঞ্চল খুলিয়া কৌটা গো রাণীর হাতে দিল।।"[৩]

স্বপ্নভঙ্গ হলে সতা ভোর না হতেই সকালে উঠে মিথিলার রাজমহিষীর কাছে গিয়ে তাকে সমস্ত স্বপ্নবৃতান্ত জানিয়ে সোনার কৌটাটি সযত্নে রেখে দিতে বলেন। শুধু চলে আসার আগে সতার একটি অনুরোধ, --

স্বপ্ন যদি সত্য হয় গো কন্যা জন্মে ইতে।
আমার নামেতে গো কন্যার নাম রাইখ্যো সীতে।।
এত বলি সতা তবে গো বিদায় হইল।
সুবর্ণ কটরা রাণী গো যতনে রাখিল।।[৪]

অবশেষে শুভদিনে ডিম ফুটে এক ল্যাবণ্যময়ী শিশুকন্যার জন্ম হয়। সতার অনুরোধে লক্ষ্মী স্বরূপিনী সেই কন্যার নাম রাখা হয় 'সীতা'। এভাবেই নারীবাদী কবি সীতার জন্মকথা প্রথম বর্ণনা করে এবং পরে রামচন্দ্রের জন্মের বিবরণ দিয়ে প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করেছেন। সেক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় অদ্ভুত রামায়ণে মুনিদের বিষরক্ত পানে মন্দোদরীর গর্ভবতী হয়ে সীতার জন্ম প্রসঙ্গ থাকলেও সেখানে মাধব জালিয়া ও সতা জাল্যানীর কাহিনি অংশটুকু নেই। যেজন্য এই অংশটুকু চন্দ্রাবতীর নিজস্ব কল্পনার অভিনবত্ব। সেইসঙ্গে স্বপ্নের ব্যবহার কাহিনিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। স্বপ্নটি কাহিনিতে একারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে সতা স্বপ্ন দেখেছে বলেই সোনার কৌটোয় মোড়া ডিম্বটিকে সে মিথিলায় নিয়ে গেছে এবং পরে ডিম্ব থেকে প্রস্ফুটিত শিশুটি জনক কন্যা হিসাবে পরিচয় পেয়েছে। এবং তারপর এই রামায়ণ কাহিনির অগ্রগতি ঘটতে পেরেছে। যে কারণে স্বপ্নভাবনার এই বৈচিত্র্যটুকু আমাদের কাছে সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। আর রামের জন্মের কথা প্রথমে না বলে কবি আসলে বোঝাতে চেয়েছেন কাব্যটি পুরুষ প্রাধান্যের উপর গর্জে ওঠা সীতার দুঃখের বিবরণ তথা সীতায়ন।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি শুরু হয়েছে সীতার বারমাসী বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। চন্দ্রাবতীর রামায়ণে রূপকথার বিভিন্ন মোটিফগুলিকে অবচেতন ভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে কাব্যে। অ্যাণ্টি আর্নে ও স্টিথ টমসন বিভিন্ন রূপকথার টাইপ-ইনডেকসের যে তালিকা করেছিলেন তাতে স্বপ্নের মাধ্যমে ভবিষৎ দর্শন একটি টাইপ। সেক্ষত্রে এই কাহিনির বিভিন্ন অংশে স্বপ্নের ব্যবহার ঘটিয়ে ভবিষৎ দর্শনের টাইপটিকে তুলে ধরেছেন কবি সীতার দুঃখের বিবরণের মধ্য দিয়ে। বনবাস থেকে ফিরে এসে সখীদের প্রশ্নের উত্তরে তার জীবনের পূর্ব ঘটনাগুলো বলেছে সে। সীতা জানিয়েছে তাদের চার বোনের শৈশব বেশ আনন্দমুখর ছিল। পিতা জনক রাজার ইচ্ছা ছিল, যে শিবের ধনুক ভাঙতে পারবে তার সঙ্গে সীতার বিবাহ দেওয়া হবে। অনেক রাজা এসেও এই ধনুক ভাঙতে অক্ষম থাকে। সেই সময় সীতা একদিন স্বপ্নে দেখলেন যে স্বয়ং কমললোচন রামচন্দ্র তাকে বলেছে যে শিবের ধনুক তিনিই ভাঙবেন। পরদিন সীতার দেখা স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। রামচন্দ্র ধনুক ভেঙে সীতাকে বিবাহ করে নিয়ে অযোধ্যায় চলে গিয়েছেন। ফলত সীতার দেখা স্বপ্নগুলি কাহিনির কার্য-কারণ সূত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আবার একদিন সীতা রামের কোলে শুয়ে স্বপ্ন দেখেছেন যে রামচন্দ্র সিংহাসনে বসে আছেন। তিনভাই যথাবিধি রাজসেবা করছে। অন্য একদিন স্বপ্ন দেখেছেন রাম অযোধ্যার রাজা হবেন বলে মন্থরা দাসী কুমন্ত্রণা দিয়ে সর্বনাশ ঘটিয়েছে। বিমাতা কৈকয়ী তাকে বাকল ছটা পরিয়েছে। এভাবে সীতার স্বপ্নভাবনা তথা ভবিষৎদর্শনের মধ্য দিয়ে কবি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ কাহিনিটি আমাদের কাছে বলতে চেয়েছেন,--

"অযোধ্যা নগরে আছি গো হরষিত মন।
শুইয়া প্রভুর কোলে গো দেখিলাম স্বপন।।
সিংহাসনে বসি প্রভু গো কমল-লোচন।
তার পাছে দাণ্ডাইল গো ভাই তিনজন।।
চামর ঢুলায় কেউ গো শিরে ছত্র ধরে।
যথাবিধি তিন ভাই গো পদসেবা করে।।
এরমধ্যে আর দিন গো দেখিলাম স্বপন।
রামচন্দ্র রাজা হবে গো অযোধ্যা ভুবন।।
স্বপন সফল হইল গো কালি অধিবাস।
মন্থরা কুমন্ত্র দিয়া গো ঘটায় সর্ব্বনাশ।।
রামচন্দ্র রাজা হবে গো পইরা তিলক ছটা।
বিমাতা কৈকয়ী তারে গো পইরায় বাকল জটা।।
শরতের চান্দ যেন গো মেঘেতে ডুবিল।
সোনার অযোধ্যা পুরী গো অন্ধকার হইল।।"[৫]

এরপর বর্ণিত হয়েছে সীতার বারোমাসি অংশ। এই বর্ণনার মধ্যে কবি চন্দ্রাবতীর ভিন্নতা ধরা পড়েছে। যার মধ্যে ফুটে উঠেছে নারী মনোজগতের অন্তরমহল। বনবাসের সময় বিভিন্ন মাসে দুঃখের বিবরণ সখীদের কাছে বলে মনের অবস্থা কিরকম ছিল তার পরিচয় দিয়েছেন। বারোমাসি বর্ণনা অংশটুকু একারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে এই বর্ণনায় সমগ্র রামায়ণ কাহিনিটিকে সংক্ষিপ্তভাবে কবি চন্দ্রাবতী আমাদের কাছে বলতে চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে কবি ব্যবহার করেছেন স্বপ্নের। স্বপ্নের মাধ্যমে ঘটনার বিবরণ দিয়ে কাহিনির অগ্রগতি ঘটেছে। সুতরাং দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনিটি সীতার আত্মকথনে বিবৃত হয়েছে। লঙ্কাজয়ের পর সীতা অযোধ্যায় ফিরে এলে সখীদের কাছে তার বনবাস কাহিনির সুখ দুঃখের বিবরণ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের কথাতে , - "এর মাঝখানে অগ্নিপরীক্ষার ঘটনা থাকলে সীতার প্রতি রামের সন্দেহপ্রবণ মনোভাব প্রকট হয়ে উঠত। রামকে সন্দেহপ্রবণ স্বামী জানলে সীতার কাছে বনবাসের স্মৃতি আর মধুর থাকত না, হয়ে উঠত তিক্ত-কষায় এবং চন্দ্রাবতীর পক্ষেও এই খণ্ডটি সীতার আত্মকথনের আঙ্গিকে লেখা সম্ভব হত না।"[৬] যাইহোক বৈশাখ মাসের ঘটনা দিয়ে বারোমাসি শুরু হয়েছে। এরপর মায়া হরিণ ও সীতা হরণের ঘটনা কাহিনির মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে স্থান পেয়েছে। রাবণ কর্তৃক অশোক কাননে বন্দিনী সীতা আষাঢ় মাস পেরিয়ে শ্রাবণ মাসেতে এসে স্বপ্ন দেখেছেন যে সুগ্রীবের সাথে রামের বন্ধুত্ব হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে রাবণের হাত থেকে সীতার উদ্ধারের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হতে পেরেছে। আর সমস্ত ঘটনাগুলিই ঘটেছে সীতার ভাবনায় বিভিন্ন মাসেতে দেখা স্বপ্নের বিবরণে। স্বপ্নকে মাধ্যম করেই কবি আমাদের কাহিনির বাকি গল্পটুকু বলতে চেয়েছেন, --

"শ্রাবণ মাসেতে আমি গো দেখিনু স্বপন।
হইল প্রভুর সঙ্গে সুগ্রীব মিলন।।
ভাদ্রে স্বপন দেখি গো দিবসে জাগিয়া।
অশোকের ডালে পক্ষী গো বসিল উড়িয়া।।
পক্ষী নয় পক্ষী নয় গো প্রভু রামের চর।
বীর হনুমান বৈসে গো ডালের উপর।
কত ভাবে কত মতে গো সীতারে বুঝায়।
প্রাণ ত বুঝে না গো সীতার হইল বড় দায়।।
রামের অঙ্গুরী বীর গো দেখাইল মোরে।
অঙ্গুরী দেখিতে সীতার গো অশ্রু পড়ে ধারে।।
পাইল রামচন্দ্র গো সীতার বারতা।
তারপর শুন গো সীতা - উদ্ধারের কথা।।
আশ্বিন মাসেতে সীতা গো দেখিলা স্বপন।
বনেতে করেন প্রভু গো অকাল-বোধন।।
রাবণ বধিতে প্রভু গো পূজেন অম্বিকায়।
সীতার দুঃখের দিন গো এইরূপে যায়।।"[৭]

এইভাবে কবি সীতার বারোমাসি বর্ণনায় ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের স্বপ্নদর্শনের মধ্য দিয়ে কাহিনি শুনিয়েছেন। কিন্তু কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসের বর্ণনায় স্বপ্নের কথা না উল্লেখ করে কাহিনির বিবরণে বলেছেন, লঙ্কাকে বানর সৈন্য চারদিক দিয়ে ফেলেছে সীতা উদ্ধারের জন্য; যারজন্য যুদ্ধের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়েছে। কবি পুনরায় সীতার বারোমাসির দুঃখ বর্ণনায় এবং কাহিনির বিবরণে স্বপ্নের আশ্রয় নিয়েছেন। যার মধ্যে ভবিষৎ দর্শনের টাইপটি ফুটে উঠেছে,--

"মাঘ মাসেতে আমি গো দেখিনু স্বপন।

রণে মরে ইন্দ্রজিত গো রাবণ নন্দন।।
স্বপন সফল হইল গো লঙ্কা ছারখার।
সাগরের কূলে শুনি গো রাক্ষসের হাহকার।।
ফাল্গুন মাসেতে আমি গো দেখিনু স্বপনে।
সবংশে মরিল রাবণ গো শ্রীরামের বাণে।।
স্বপন সফল হইল গো দুঃখের দিন যায়।
বানর কটক শুনি গো রামগুণ গায়।।
চৈত্র মাসেতে সীতার গো দুঃখ হইল দূর।
পোহাইল দুঃখের নিশি গো আইল সুখ ভোর।।
অন্ধেতে পাইল যেমন গো নয়নের মণি।
তেমতি দুঃখিনী সীতা গো পাইল রঘুমণি।।
সীতার বারোমাসী কথা গো দুঃখের ভারতী।
বারোমাসের দুঃখের কথা গো ভনে চন্দ্রাবতী।।"[৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদে পুনরায় সীতার কথা দিয়ে কাহিনি শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এসেছে কুকুয়ার কথা। কুকুয়া কৈকেয়ীর কন্যা। মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ী অমৃত ফলের তিতাবীজ খেলে তার জন্ম হয়। চন্দ্রাবতী সীতার বনবাসের কারণ হিসাবে কুকুয়ার প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করে কাব্যে নতুনত্ব এনেছেন। কারণ এই প্রসঙ্গটি অন্য কোনো রামায়ণে নেই। কাহিনিতে আছে যে সীতা শয়ন মন্দিরে একা শুয়ে আছেন। এইসময় কুকুয়া সীতাকে দশমুণ্ড রাবণের ছবি এঁকে দেখাতে বললে সীতা তালপাতার পাখার ওপর ছবি আঁকলেন রাবণের, তারপর শ্রমে কাতর হয়ে নিদ্রা গেলেন। সীতা যে রাবণের প্রতি মুগ্ধ একথা প্রমাণ করার জন্য কুকুয়া পাখাটি সীতার বুকের উপর রেখে দিয়ে রাজসভায় গিয়ে সীতার কুৎসা গাইতে লাগলেন। সীতা যে অসচ্চরিত্র একথা রামকে ডেকে এনে প্রমাণ করে দেখালে পরদিন প্রাতে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিয়েছেন সীতাকে বনবাসে রেখে আসার। যাইহোক সীতার নিদ্রায় স্বপ্নের কথা প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও কুকুয়া চরিত্রটি চন্দ্রাবতী রামায়ণের ব্যতিক্রমী ও উল্লেখযোগ্য একটি চরিত্র। কুকুয়া মিথ্যা কথা বলে সীতার জীবনে যে কলঙ্ক লেপন করেছেন তাতে নারীর দুঃখের কারণ যে আর এক নারী সেই বিষয়টি কবি দেখাতে চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে পুরুষসমাজের চোখে নারী যে চিরকালই সন্দেহের দাসী এই ভাবনাটুকুর প্রতিফলন রাম চরিত্রের আধারে তুলে ধরেছেন মহিলা কবি। আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আচরণ যে কতখানি নির্দয় ও নিষ্ঠুর হতে পারে চন্দ্রাবতী রাম কাহিনির পুনর্নির্মাণে সেটাই দেখাতে চেয়েছেন। যে কারণে বাল্মীকি রামায়ণের রামের নায়কসুলভ সব গুণকেই কৌশলে অস্বীকার করেছেন চন্দ্রাবতী। সীতার বক্তব্যে সখীদের কাছে রামের গুণগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরে, বড় করে দেখিয়েছেন সীতার প্রতি তার অবিশ্বাসী আচরণকে, তার বঞ্চনার কৌশলকে।

আসলে কবি চন্দ্রাবতী তাঁর নিজের জীবনের অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়ে সীতা চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন। যেকারণে কাব্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সীতার বয়ানে রামায়ণ কথা পরিবেশিত হয়েছে। নয়ানচাঁদ প্রণীত মৈমনসিংহ গীতিকায় 'চন্দ্রাবতী' পালায় জয়ানন্দ কর্তৃক প্রতারিত চন্দ্রাবতী তাঁর নিজের জীবনের দুঃখের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন সীতা চরিত্রের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে কৃতী সমালোচকের মন্তব্যটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ,--

> প্রথমেই প্রশ্ন জাগে সপ্তদশ শতাব্দীর সেই পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বৃত্তে বসে চন্দ্রাবতী কেন সীতাকে উপজীব্য করে রামায়ণ রচনা করলেন? কেনই বা তিনি রাম চরিত্রের একনায়ত্বকে নস্যাৎ করলেন? আসলে চন্দ্রাবতীর এই বিপরীত ধর্মী ভাবনার মূলে কাজ করেছে তাঁর নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতা। চন্দ্রাবতী অন্বেষণ করেছিলেন এমন এক চরিত্র যে চরিত্রের পাথেয় হয়ে উঠবে সীমাহীন দুঃখ। সেক্ষেত্রে এইরকম

> নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভারাক্রান্ত চরিত্রের অভিধা একমাত্র সীতাই পেতে পারে। সতী, সাবিত্রী, দৌপদী ইত্যাদি কোনো পৌরাণিক চরিত্রই সীতার মতো জনমদুখিনী নন, আরা আবাল্যের দোসর তথা প্রেমিক জয়ানন্দ পরিত্যক্তা চন্দ্রাবতীও ছিলেন সীতারই মতন দুঃখভাগিনী। তাই দুঃখিনী চন্দ্রাবতী রাম পরিত্যক্তা জনমদুখিনী সীতার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তুলেছিলেন। নিজের জীবন অভিজ্ঞতা তথা জীবনাদর্শকে জারিত করে রামায়ণের গতানুগতিক ধারার মধ্যেই সংযুক্ত করলেন তার ব্যতিক্রমী রচনা - রামায়ণের মোড়কে সীতায়ন।[৯]

যে কারণে এই কাব্যে চন্দ্রাবতী এবং সীতা আর জয়ানন্দ ও রামচন্দ্র যেন সমান্তরাল হয়ে উঠেছেন। চন্দ্রাবতী শুধু কথক নন এই কাব্যে স্বয়ং তিনি সীতা। নবনীতা দেবসেনের কথাতে চন্দ্রাবতীর রামায়ণকে রাম কাহিনির মুখোশে না পরালে সীতার কাহিনি শুনতে কেউ আসতো না। এমনকি মেয়েরাও না। কারণ সীতার গানে তো ফলশ্রুতি নেই, পুণ্যলাভ নেই, সেজন্য রামায়ণের নাম করে 'ভুলিয়ে শটকে শেখানো' ছাড়া উপায় ছিল না চন্দ্রাবতীর।[১০] আর এই রামায়ণে সীতা কোথাও রামের প্রতি সরাসরি সমালোচনা বা বিদ্রোহ প্রকাশ করেননি বা রামের প্রতি সীতার পত্নীধর্মের আদর্শ ক্ষুণ্ন হয়নি। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর সমাজপরিবেশে রাম চরিত্রের ভুল ত্রুটিগুলিকে নিয়ে কড়া গলায় সমালোচনা করতে ছাড়েননি কবি চন্দ্রাবতী। এ প্রসঙ্গে নবনীতা দেবসেন আলোচনায় আরও যা বলেছেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য, - "বিবৃতিকার রূপে সীতা এবং চন্দ্রাবতীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, একজন কাহিনির চরিত্র, অপরজন বহিরাগত। দুটি স্বতন্ত্র ভূমিকা ও দৃষ্টিকোণ ছাড়াও, তাঁদের জগৎ-সম্পর্কিত নীতিও পৃথক। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মূল আদর্শের যোগ্য প্রতিনিধি সীতা, কিন্তু চন্দ্রাবতী একজন বিদ্রোহী নারী। তিনি সরাসরি প্রশ্ন করেছেন, প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এবং ভেঙে চুরমার করেছেন তাঁর সময়কার আদর্শ, কখনো ঘটনা নির্বাচনে, কখনো অনুপুঙ্খে ও নীরবতায়।"[১১] তাই রাম নয় তার কাব্যে সীতা চরিত্রই মুখ্য হয়ে উঠেছে। রামের গুণপণা, বীরত্ব এগুলি কাব্যের মধ্যে প্রকাশে কবি অনেকখানি নীরব।

সুতরাং কাব্যটি পাঠ করে আমাদের মনে হয় মধ্যযুগীয় সমাজ পরিবেশে বসে লেখা পুরুষতন্ত্রের স্বীকার নারীদের সমাজগত অবস্থানটি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন কবি। আধুনিক শতাব্দীর নারীবাদী মতবাদ নির্মিত হবার বহু বছর আগেই কাব্যের কাহিনিতে সীতার কথায় নারী অস্তিত্বকে প্রতিবাদী নারীস্বরে পরিণত করতে পেরেছিলেন কবি। কাব্যটি যে কারণে 'সীতায়ন' অভিধা লাভের যোগ্য সার্থক এবং সফল 'নারী মহাকাব্য'।

তথ্যসূত্র:

(১) চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ও প্রাসঙ্গিক পাঠ, হিমেল বরকত (সম্পা), ২০১২, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. প্রসঙ্গত অংশ দ্রষ্টব্য
(২) চন্দ্রাবতীর রমায়ণ ও প্রাসঙ্গিক পাঠ, হিমেল বরকত (সম্পা), দ্রষ্টব্য প্রবন্ধ চন্দ্রাবতী, অপু দাস, ২০১২, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ১৩৩
(৩) চন্দ্রাবতীর রমায়ণ ও প্রাসঙ্গিক পাঠ, হিমেল বরকত (সম্পা), ২০১২, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ২৭
(৪) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
(৫) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪
(৬) বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ : নারীবাদী পাঠ, অপু দাস, ২০১৬, কলকাতা: বাণীশিল্প, পৃ. ১৬৮
(৭) চন্দ্রাবতীর রমায়ণ ও প্রাসঙ্গিক পাঠ, হিমেল বরকত (সম্পা), ২০১২, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ৩৮-৩৯
(৮) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

(৯) চন্দ্রাবতীর রমায়ণ ও প্রাসঙ্গিক পাঠ, হিমেল বরকত (সম্পা), দ্রষ্টব্য প্রবন্ধ চন্দ্রাবতী রামায়ণের কাব্যমূল্য, কোয়েল চক্রবর্তী, ২০১২, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ২৩২

(১০) চন্দ্রাবতীর রমায়ণ ও প্রাসঙ্গিক পাঠ, হিমেল বরকত (সম্পা), দ্রষ্টব্য প্রবন্ধ নারীর মহাকাব্য : রামকথার পুনঃকথন : চন্দ্রাবতী-রামায়ণ, নবনীতা দেব সেন ২০১২, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ১২৪

(১১) প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২